Vol. 42 | No. 2 | 1999

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে ভারতীয় সংবাদপত্রের ভূমিকা

Volume	42
Issue	2
Year	1999
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সিতারা পারভীন, মফিজুর রহমান
Published online	February 1, 1999
DOI	10.62328/sp.v42i2.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v42i2.6
Pages	80-111
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে ভারতীয় সংবাদপত্রের ভূমিকা

সিতারা পারভীন* ও মফিজুর রহমান**

ভূমিকা

উনিশ শত আটানব্বই সালের এপ্রিল মাসে ঢাকায় দুদিন ব্যাপী দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (সার্ক) প্রথম তথ্যমন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে বিদ্যমান সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে অবাধ তথ্যপ্রবাহের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার আবহ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এক যুগেরও বেশি আগে সার্ক গঠন করা হয়েছিল। যে কোন ধরণের সহযোগিতার পূর্বশর্ত হচ্ছে সমঝোতা। আর সমঝোতা হতে পারে শুধুমাত্র সচেতন জনগোষ্ঠীর মাঝে। তথ্য প্রদানের অন্যতম উদ্দেশ্য ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করা। উনিশ শত সাতানব্বই-এর ডিসেম্বর মাসে ভারতের পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যের রাজধানী কোলকাতায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও ভারতের সাংবাদিক ও সাংবাদিকতার শিক্ষকদের এক সম্মেলনেও তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে দুদেশের জনগোষ্ঠীর মাঝে সমঝোতা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের 'Promotional' ভূমিকার[১] ওপর জোর দেয়া

---

* অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
** প্রভাষক, ঐ।

১ গণমাধ্যমের 'প্রমোশনাল' ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন N. Quebral, 'Development Communication', in Jamias, J. (ed.) *Readings in development communication*, Los Bowas, 1995. 'Development Communication', in Media Asia, 2, 1975 ; Wilbur Schramm, *Mass Communications*, Second Edition, University of Illinois Press, Urbana,

হয়। ভৌগোলিক নৈকট্য ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনেক ক্ষেত্রে মিল সত্ত্বেও বাংলাদেশ ও ভারতের মাঝে আজ পর্যন্ত সার্ক চার্টারে উল্লেখিত পারস্পরিক সমঝোতার আবহ তৈরি হয়নি। সন্দেহ ও অবিশ্বাসের প্রাচীর আজও ঘিরে রেখেছে দুদেশের জনগণকে। পরস্পর সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা, পক্ষপাতদুষ্ট চিন্তাভাবনা প্রতিবেশী এ দেশ দুটির জনগণের মানসলোক মেঘাচ্ছন্ন করে রেখেছে ।[২]

এ অবস্থার পরিবর্তনে বিভিন্ন গণমাধ্যম বিশেষ করে সংবাদপত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সংবাদপত্র (বই ব্যতীত) গণযোগাযোগের সবচেয়ে পুরাতন মাধ্যম । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই সংবাদপত্র তথ্য সরবরাহের মাধ্যম হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। সংবাদপত্র তার 'Plural characteristics'-এর কারণে আজও এই অঞ্চলের বিভিন্ন পাঠকের কাছে গণযোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যমের চেয়ে অনেক বেশি গ্রহণীয়। এ জন্য দুটি দেশের সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ করে সংবাদপত্রের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।[৩] সংবাদপত্র বিবিধ তথ্য পাঠকের কাছে তুলে ধরে। এভাবে সে তার 'ওয়াচডগ'[৪] ভূমিকা ও 'সার্ভেল্যান্স অব দ্য এনভায়রনমেন্ট'[৫]-এর দায়িত্ব পালন করে। তবে ব্যাপক হারে তথ্য প্রদান করলেই জনসচেতনতা বৃদ্ধি

Chicago, London, 1969 ; Wilbur Schramm, *Mass Media and Natioinal Development*, California, Stanford University Press, 1964.

২ Victor Gune Wardena, *Press As Promoter*, Friedrich-Ebert-Stiftung, Colombo, 1993.

৩ . *Ibid.*

৪. গণমাধ্যমের 'ওয়াচডগ' ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন Edwin Emery et all, *Introduction to Mass Communication*, Third Edition, Dodd, Mead and Company, New York 1970, PP. 19-27 ; J. Herbert Altschull, *Agents of Power : The Role of the News Media in Human Affairs*, Longman, 1984.

৫. গণমাধ্যমের 'সার্ভেল্যান্স অব দ্য এনভায়রনমেন্ট' সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন Charles W. Wright, *Functional Analysis in Mass Communication*, Public Opinion Quarterly 24 (1960) , PP. 605-620 ; Harold D. Lasswell, "The Structure and Function of Communication in Society, in L.Bryson (ed.) , *The Communication of Ideas*, New York : Institute for Religious and Social Studies, 1948.

পাবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। প্রদত্ত তথ্যের প্রকৃতি বিশেষ ইস্যুর প্রতি জনগণের মনোভাব অনেকখানি নির্ধারণ করে । সার্কভুক্ত দেশসমূহের সংবাদপত্র নিয়ে গবেষণায় দেখা গেছে যে, সংবাদপত্র প্রদত্ত তথ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং অস্বাভাবিক ঘটনাবলির ওপর জোর দেয়। অধিকাংশ সংবাদপত্রে পারস্পরিক নেতিবাচক সংবাদ বেশি প্রকাশিত হয় - যেমন, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সংঘাতপূর্ণ ঘটনাবলি, রাজনৈতিক, এথনিক বিবাদ এবং সংঘর্ষ। অথচ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলতার সংবাদ, সামাজিক উন্নয়ন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সংবাদ খুব কম পত্রিকার পাতায় স্থান পায়। রাজনীতিবিদ এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের নিয়ে প্রায়শ প্রকাশিত হয় চাঞ্চল্যকর সংবাদ যা 'হলুদ সাংবাদিকতা'র[৬] নামান্তর ।

বর্তমান গবেষণায় ভারতের সংবাদপত্রসমূহ বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে কি ভূমিকা পালন করছে তা দেখার চেষ্টা করা হয়েছে । ভারত নানা কারণে দক্ষিণ এশিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে । প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের সদিচ্ছা, এবং চেষ্টা ভারতের দিক থেকে থাকা দরকার বেশি । এবং দেখা গেছে যে, এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের সাথে বিদ্যমান সমস্যার বেশ কয়েকটির সমাধান সম্ভব হয়েছে অনেকটা ভারতের সদিচ্ছা এবং আন্তরিকতার ফলে । তবে এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর চেষ্টাও উল্লেখ করার মত। বাংলাদেশের বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ভারতের সাথে বিদ্যমান বড় সমস্যাসমূহ যেমন, গঙ্গার পানি সরবরাহ সমস্যা, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা ইত্যাদির সমাধান হয়েছে। কিন্তু তারপরেও অনেক সমস্যা রয়ে গেছে যেগুলোর সমাধান দুদেশের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় । বাংলাদেশের সাথে ভারতের বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও সেটা অনেকটা একতরফা।[৭] বাংলাদেশে ভারতের পণ্য আসছে প্রচুর। বাংলাদেশে আমদানি শুল্কের হার কমানো এবং আমদানি ক্ষেত্রে অন্যান্য বিধি নিষেধ শিথিল করার ফলে এটা সম্ভব হয়েছে । বাংলাদেশ থেকে ভারতে পণ্য রফতানির ক্ষেত্রে নানা ধরণের বিধি নিষেধ থাকায় বাংলাদেশ থেকে ভারতে পণ্য যাচ্ছে নামমাত্র। চট্টগ্রাম

---

৬. N.L. Chowla, 'Role of Meida in South Asia Reality' in *South Asian Journal Vol. 2, No.1*, 1988, P.31.

৭. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, 'বাণিজ্য ঃ সার্ক বনাম বাংলাদেশ', মার্চ ৫, ১৯৯৯.

বন্দর ব্যবহারের সুযোগ যেমন ভারতের নেই তেমনি দুদেশের মধ্যে সড়ক বা রেল যোগাযোগও নেই। তবে মে, ১৯৯৯ থেকে দুদেশের মাঝে নিয়মিত বাস চলাচল শুরু হয়েছে। পানি সম্পদের সুব্যবহার, বিদ্যুৎ বা গ্যাস রফতানি অথবা 'পুশ-ইন'-এর মত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা দুদেশের জন্যই সুফল বয়ে আনবে । সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাধাসমূহ অনতিক্রম্য নয়। অনেকে মনে করেন, মনস্তাত্ত্বিক বাধা এক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়।[৮] আর এই অন্তরায় দূর করতে সংবাদপত্র অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

গবেষণার উদ্দেশ্য সমূহ

১. সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচারে ভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট আইটেমের পরিমাণ নির্ধারণ করা ;
২. ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত বাংলাদেশ বিষয়ক আইটেমের জন্য বরাদ্দকৃত স্থানের পরিমাণ কলাম ইঞ্চিতে নির্ণয় করা অর্থাৎ কভারেজ পর্যবেক্ষণ করা ।
৩. বাংলাদেশ বিষয়ক সংবাদের প্রাপ্ত গুরুত্ব অর্থাৎ প্রদত্ত ট্রিটমেন্ট পর্যালোচনা করা;
৪. বাংলাদেশ বিষয়ক সংবাদ ও অন্যান্য বিষয়ের উপস্থাপন (ইতিবাচক, নেতিবাচক) বিশ্লেষণ করা;
৫. বাংলাদেশ সংক্রান্ত অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয়াবলি নির্ধারণ করা;
৬. বাংলা ও ইংরেজি সংবাদপত্রের উপস্থাপন পার্থক্য নিরূপণ করা;
৭. বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক উন্নয়নে ভারতীয় সংবাদপত্রের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করা।

গবেষণা পদ্ধতি

ভারতীয় দৈনিক সংবাদপত্রের উপর বর্তমান গবেষণাটি করা হয়েছে । ভারতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখছে বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় বহুল প্রচারিত এরকম ২টি সংবাদপত্র নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা

---

৮. অজয় দাশগুপ্ত, 'ঢাকায় প্রথম সার্ক তথ্যমন্ত্রী সম্মেলন সহযোগিতার দিগন্তে গণমাধ্যম', *নিরীক্ষা*, মার্চ-এপ্রিল, ১৯৯৮, প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ।

হয়েছে । নির্বাচিত সংবাদপত্রগুলো হলো ১। দ্য স্টেটসম্যান (ইংরেজি) ও ২। আনন্দবাজার পত্রিকা (বাংলা) । ভাষাভেদে পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য নির্ণয়ের লক্ষ্যে বাংলা ও ইংরেজি ভাষার পত্রিকা বেছে নেয়া হয়েছে । ১৯২২ সাল থেকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কোলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা ভারতের সিঙ্গল এডিশন দৈনিকের মধ্যে সর্বাধিক প্রচারিত । এর প্রচার সংখ্যা ৫,৯৯,২০৮টি । অন্য দিকে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত অভিজাত পত্রিকা দ্য স্টেটসম্যান প্রকাশিত হচ্ছে ১৮৭৫ সাল থেকে । এর প্রচার সংখ্যা ১,৯৩,১৭৯টি ।[৯] বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অবাধে বই-পুস্তক ও পত্রপত্রিকা আদান প্রদানের কোন ব্যবস্থা নেই। তাই ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের উপর নির্ভর করতে হয়েছে পত্রিকার জন্য । বর্তমান গবেষণায় ১৯৯৭ সালের অক্টোবর, নভেম্বর ডিসেম্বর - এই তিন মাসের পত্রিকা ব্যবহৃত হয়েছে । বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, একটি দেশের পত্রপত্রিকা প্রতিবেশী দেশের সংকটময় পরিস্থিতিতে (crisis period) সেই দেশের খবর বেশি ছাপে।[১০] আবার এটাও দেখা যায় যে, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক নৈকট্যের কারণে একটি দেশের পত্রপত্রিকায় তার প্রতিবেশী দেশের খবরাখবর দূর দেশের চেয়ে অনেক বেশি প্রাধান্য পায়।[১১] সুতরাং স্বাভাবিক সময়ে বাংলাদেশের সংবাদ কতখানি এবং কিভাবে ভারতীয় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয় তা দেখা আমাদের উদ্দেশ্য । এ কারণে উল্লেখিত বছরের স্বাভাবিক তিনটি মাস বেছে নেয়া হয়েছে এই গবেষণার জন্য।

বাংলাদেশ বিষয়ক ইস্যু : সংখ্যা ও বিষয়বস্তু

আনন্দবাজার পত্রিকা

আলোচ্য সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় বাংলাদেশ বিষয়ক ৮১টি আইটেম ছাপা হয়। মুদ্রিত এলাকায় তা ৭২৭.৫০ কলাম ইঞ্চি (সারণী-১)। তিন

---

৯. এ হিসাব জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯৯৮ সালের । কোলকাতা অডিট ব্যুরো সার্কুলেশন (এ.বি.সি) কর্তৃক গণনাকৃত ।

১০. H.S. Eswara, 'Flow of News between India and Africa during Times of 'Crisis', Reprinted from *Africa Quarterly*, April-June, 1969, Vol. IX, No-1, PP. 15-22.

১১. Walter Lippmann, *Public Opinion*, New Youk, Macmillan, 1922.

মাসের মধ্যে অক্টোবরে সর্বাধিক আইটেম প্রকাশিত হয় ৪২টি মোট ২৮৬.৫০ কলাম ইঞ্চি জায়গা জুড়ে । নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত বাংলাদেশ বিষয়ক আইটেমের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৮টি (১৭১.৫০ কলাম ইঞ্চি) এবং ২১টি (২৬৯.৫০ কলাম ইঞ্চি) (সারণী-১৪)।

পত্রিকায় পরিবেশিত আইটেমের মধ্যে সার্বিকভাবে রাজনৈতিক সংবাদের আধিক্য লক্ষ্য করা যায় । অক্টোবর মাসে ১৫টি রাজনৈতিক সংবাদ ১১৫ কলাম ইঞ্চি জুড়ে, নভেম্বরে ৬টি সংবাদ ৫৪ কলাম ইঞ্চিতে এবং ডিসেম্বর মাসে ৪টি রাজনৈতিক সংবাদ ২৭ কলাম ইঞ্চি জায়গা জুড়ে প্রকাশিত হয়েছে (সারণী-২)। ডিসেম্বর মাসে পত্রিকাটি অবশ্য ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ঘটনাবলিকে কিছুটা প্রাধান্য দিয়েছে। এ মাসে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতি সংক্রান্ত ৬টি সংবাদ ৮৬ কলাম ইঞ্চি এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ের উপর ২টি নিবন্ধ ৬৮ কলাম ইঞ্চিতে প্রকাশিত হয়েছে । গবেষণাকৃত সময়ে আনন্দবাজারে মোট ১৯৬ কলাম ইঞ্চি জায়গা জুড়ে ২৫টি রাজনৈতিক সংবাদ (সারণী-২), ১৫৮.৫০ কলাম ইঞ্চিতে ২০টি ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতি সংক্রান্ত সংবাদ (সারণী-৪), ১১৩ কলাম ইঞ্চিতে ৯টি সাংস্কৃতিক খবর ও নিবন্ধ (৭টি সংবাদ ৪৫ কলাম ইঞ্চিতে (সারণী-৩) দুটি নিবন্ধ ৬৮ কলাম ইঞ্চিতে), ৪.৫০ কলাম ইঞ্চি জায়গাতে ১টি খেলাধূলা সংক্রান্ত সংবাদ (সারণী-৬), ১৯.৫০ কলাম ইঞ্চিতে ৪টি দুর্যোগের সংবাদ (সারণী-৭) প্রকাশিত হয়েছে । একই সময়ে ৮টি ভায়োলেন্স, সন্ত্রাস ও হত্যা সংক্রান্ত সংবাদ ৪৭.৫০ কলাম ইঞ্চিতে স্থান পেয়েছে (সারণী-৫)। এ সময় ৬টি সম্পাদকীয় ১১৮.৫০ কলাম ইঞ্চিতে (সারণী-১০), ৩টি ফিচার ৪০ কলাম ইঞ্চিতে, ৩টি দুর্নীতির সংবাদ ১৯ কলাম ইঞ্চিতে (সারণী-৯) এবং ২টি দুর্ঘটনার সংবাদ ১০.৫০ কলাম ইঞ্চি জুড়ে (সারণী-৮) প্রকাশতি হয়েছে । এই তিন মাসে আনন্দবাজার পত্রিকায় বাংলাদেশ বিষয়ক শিক্ষা সংক্রান্ত কোন সংবাদ এবং উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়নি।

এ পত্রিকায় অক্টোবর মাসে কোন ফিচার প্রকাশিত হয়নি। নভেম্বর মাসে সংস্কৃতি, খেলাধূলা, দুর্নীতি ও দুর্ঘটনা সংক্রান্ত কোন সংবাদ এবং ডিসেম্বর মসে খেলাধূলা ও দুর্নীতি সংক্রান্ত কোন সংবাদ প্রকাশিত হয়নি। অক্টোবর মাসে ৪৯.৫০ কলাম ইঞ্চ জুড়ে ১০টি ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতি সংক্রান্ত সংবাদ, ৩৯.৫০ কলাম ইঞ্চিতে ৬টি সাংস্কৃতিক সংবাদ, ১৪ কলাম ইঞ্চিতে ২টি দুর্যোগের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে । অন্যদিকে

৩টি করে ভায়োলেন্স, হত্যা ও সন্ত্রাস এবং দুর্নীতি বিষয়ক সংবাদ যথাক্রমে ১৯.৫০ ও ১৯ কলাম ইঞ্চিতে এবং ১টি করে খেলাধূলা, দুর্ঘটনা ও সম্পাদকীয় যথাক্রমে ৪.৫০, ৫.৫০ ও ২০ কলাম ইঞ্চি জায়গা জুড়ে প্রকাশিত হয়েছে । নভেম্বর মাসে ৪টি ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতি বিষয়ক সংবাদ, ৩টি সম্পাদকীয়, ৩টি ভায়োলেন্স, হত্যা ও সন্ত্রাস বিষয়ক সংবাদ, একটি দুর্যোগের সংবাদ এবং ১টি ফিচার যথাক্রমে ২৩,৫৯.৫০, ১৩., ২.৫০ ও ১৯ কলাম ইঞ্চিতে প্রকাশিত হয়েছে । ডিসেম্বর মাসে রাজনৈতিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক সংবাদের পাশাপাশি দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা সংক্রান্ত ১টি করে সংবাদ এবং ২টি সম্পাদকীয়, ২টি ফিচার ও ২টি ভায়োলেন্স, হত্যা ও সন্ত্রাস বিষয়ক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে । সেগুলোর জন্য বরাদ্দকৃত জায়গা ছিল যথাক্রমে ৩.৫, ৩৯,২১ ও ১৫ কলাম ইঞ্চি ।

দ্য স্টেটসম্যান

গবেষণার তিন মাসে স্টেটসম্যান পত্রিকায় বাংলাদেশ বিষয়ক মোট ৭৯টি সংবাদ ও অন্যান্য বিষয়াবলি প্রকাশিত হয়েছে, যা মোট ৭০১.৫০ কলাম ইঞ্চি জায়গা জুড়ে প্রকাশিত হয় (সারণী-১)। এ পত্রিকায়ও রাজনৈতিক বিষয়াবলি সংখ্যা ও স্থানের ক্ষেত্রে শীর্ষে অবস্থান করছে, যা যথাক্রমে ৩২টি ও ৩৮০.৫০ কলাম ইঞ্চিতে (সারণী-২)। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভায়োলেন্স, সন্ত্রাস ও হত্যা সংক্রান্ত ১৪টি আইটেম ৯৭ কলাম ইঞ্চি জায়গা জুড়ে (সারণী-৫)। আলোচ্য তিন মাসে স্টেটসম্যানে ৪৮ কলাম ইঞ্চি জায়গা জুড়ে ৩টি ফিচার প্রকাশিত হয়েছে । ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতি সংক্রান্ত সংবাদ ৪৪ কলাম ইঞ্চিতে ৮টি ছাপা হয়েছে (সারণী-৪)। খেলাধুলা, দুর্যোগ ও দুর্ঘটনার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যথাক্রমে ৬,৬ ও ৫ টি করে ৩৫.৫০, ৪৪ ও ১৫.৫০ কলাম ইঞ্চি জায়গা জুড়ে (সারণী-৬, ৭, ৮)। এ সময়ে কোন উপ-সম্পাদকীয়, আর্টিকেল এবং শিক্ষাবিষয়ক সংবাদ স্টেটসম্যানে প্রকাশিত হয়নি । দুর্নীতি ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে ১টি করে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে (সারণী-৯, ৩)। অন্যদিকে প্রতি মাসে ১টি করে ৩ মাসে ৩টি সম্পাদকীয় ছাপা হয়েছে (সারণী-১০)।

সার্বিকভাবে এ পত্রিকাতেও রাজনৈতিক সংবাদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। অক্টোবর মাসে প্রকাশিত মোট ২৮৭ কলাম ইঞ্চি জুড়ে ২৬টি খবরের মধ্যে ১২২ কলাম ইঞ্চিতে ৮টি হচ্ছে রাজনৈতিক সংবাদ । নভেম্বর মাসে রাজনৈতিক সংবাদ ছাপা হয়েছে ১০টি ১০২.৫০ কলাম ইঞ্চি স্থানে । এ মাসে মোট আইটেমের সংখ্যা ছিল ২৫টি ১৬০ কলাম ইঞ্চি জুড়ে । অক্টোবর ও ডিসেম্বর মাসে কোন সাংস্কৃতিক সংবাদ প্রকাশিত হয়নি ; আবার নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে কোন দুর্ঘটনা সংক্রান্ত সংবাদ ছাপা হয়নি।

ডিসেম্বর মাসে মোট ২৮টি আইটেম ২৫৪.৫০ কলাম ইঞ্চি জায়গায় প্রকাশিত হয় । এর মধ্যে ১৪টি আইটেম নিয়ে ১৫৯ কলাম ইঞ্চি জুড়ে ছিল রাজনৈতিক সংবাদ। অক্টোবর মাসে ৫টি ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতি সংক্রান্ত সংবাদ, ৩টি খেলাধূলা, ২টি দুর্যোগ, সংবাদ ৪টি ভায়োলেন্স, সন্ত্রাস ও হত্যা বিষয়ক সংবাদ ও ১টি করে দুর্নীতি ও দুর্ঘটনা বিষয়ক সংবাদ, সম্পাদকীয় ও ফিচার প্রকাশিত হয়েছে যথাক্রমে ২৫, ৫০, ২৩, ২৭, ৩, ১.৫, ৯, ও ২৪ কলাম ইঞ্চি জায়গা জুড়ে । নভেম্বর মাসে ৫ কলাম ইঞ্চিতে ২টি ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতি বিষয়ক সংবাদ, ২ কলাম ইঞ্চিতে ১টি সাংস্কৃতিক সংবাদ, ৯.৫০ কলাম ইঞ্চিতে ২টি খেলাধূলার সংবাদ ও ১৫ কলাম ইঞ্চিতে ৩টি দুর্যোগের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে । অন্যদিকে ৩টি ভায়োলেন্স, সন্ত্রাস ও হত্যা বিষয়ক সংবাদ ৭ কলাম ইঞ্চিতে, ২টি দুর্ঘটনার সংবাদ ৫ কলাম ইঞ্চিতে, ১টি সম্পাদকীয় ১০ কলাম ইঞ্চিতে ও ১টি ফিচার ৪ কলাম ইঞ্চিতে ছাপা হয়েছে। ডিসেম্বর মাসে ১টি করে ব্যবসা, বাণিজ্য ও অর্থনীতি, খেলাধুলা ও দুর্যোগের সংবাদ এবং ফিচার ও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে যথাক্রমে ১৩.৫০, ৩, ২, ২০, ১২.৫০ কলাম ইঞ্চিতে। অন্যদিকে ৯ কলাম ইঞ্চিতে ২টি দুর্ঘটনার সংবাদ ও ৩৮ কলাম ইঞ্চিতে ৭টি ভায়োলেন্স, সন্ত্রাস ও হত্যা বিষয়ক সংবাদ স্টেটসম্যানে প্রকাশিত হয় ।

সারণী-১

সমীক্ষাকৃত সময়ে বাংলাদেশ বিষয়াবলির সর্বমোট কভারেজ

	আনন্দবাজার পত্রিকা	দ্য স্টেটসম্যান
আইটেম সংখ্যা	৮১	৭৯
কলাম ইঞ্চি	৭২৭.৫০	৭০১.৫০

বাংলাদেশ বিষয়ক আইটেমের ইস্যুভিত্তিক পর্যালোচনা

রাজনৈতিক বিষয়াবলি

বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিষয়াবলি ভারতের পত্রিকায় সংখ্যা ও প্রদত্ত স্থানের দিক থেকে অগ্রাধিকার পেয়েছে। বাংলা ও ইংরেজি দু'ভাষার পত্রিকার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য (সারণী-২) । তবে সংখ্যা ও প্রাপ্ত স্থানের বিচারে এ কভারেজ যথেষ্ট বলে মনে হয় না। তুলনামূলকভাবে ইংরেজি ভাষার পত্রিকা দ্য স্টেটসম্যান-এ বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত আইটেম বেশি প্রকাশিত হয়েছে। এ সব আইটেমের জন্য বরাদ্দকৃত স্থানের দিক থেকেও পত্রিকাটি এগিয়ে আছে। আলোচ্য সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় ২৫টি রাজনীতি সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত হলেও এর প্রথম পাতায় বাংলাদেশ বিষয়ক সংবাদ ছাপা হয়নি। বাংলাদেশ বিষয়ক যে সকল রাজনৈতিক আইটেম তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্বসহ প্রকাশিত হয় সেগুলোর মধ্যে ছিল 'হাসিনা-খালেদার দেশে মেয়েরা ঠাঁই পাচ্ছে না রাজনীতিতে', 'চট্টগ্রামে হাসিনা বিরোধী জোট ৬ দলের', 'জঙ্গিদের গ্রেফতারে ঢাকাকে আর্জি' ইত্যাদি । এ সংবাদগুলো যথাক্রমে ৩, ৪ ও ৫ এর পাতায় তিন কলামব্যাপী হেডলাইন নিয়ে অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়। নভেম্বরের ৪ তারিখে আনন্দবাজারে ১টি সংবাদকে ৪ কলাম ট্রিটমেন্ট দিয়ে পাঁচের পাতায় ছাপানো হয় যার শিরোনাম ছিল 'আজ বিএনপিসহ ৭দলের ডাকে ১২ ঘন্টার ঢাকা বনধ।'

স্টেটসম্যান পত্রিকায় অক্টোবর মাসে প্রকাশিত রাজনৈতিক সংবাদগুলোর মধ্যে ছিল 'One killed, BNP leaders arrested during barricade', 'Khaleda's brother charged with plot to kill PM', '300 injured in Awami league factional clash'. প্রথম সংবাদটি ৩ কলাম শিরোনামে ১৭ কলাম ইঞ্চি জায়গা নিয়ে ৫ এর পাতায়, পরের ২টি ২ কলাম শিরোনামে যথাক্রমে ১৮.৫০ ও ১৮ কলাম ইঞ্চি জায়গা নিয়ে ১৬ ও ৭ এর পাতায় প্রকাশিত হয়। নভেম্বর মাসের স্টেটসম্যানে সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদ সংক্রান্ত ১টি সিঙ্গল কলামের সংবাদ ১.৫০ কলাম ইঞ্চিতে প্রথম পাতায় প্রকাশিত হয় । এর শিরোনাম ছিল 'Ershad

indicted'। এ মাসের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংবাদ ছিল ২ কলাম শিরোনামে ১০ কলাম ইঞ্চি নিয়ে চৌদ্দ পাতায় । ডিসেম্বর মাসে স্টেটসম্যানের প্রথম পাতায় ৫ কলামের ট্রিটমেন্টে জনসংহতি সমিতির সাথে বাংলাদেশ সরকারের চুক্তি সংক্রান্ত ১টি সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদটির হেডলাইন ছিল -'Bangla Govt. signs accord with Chakma' । এছাড়া স্টেটসম্যানের ভেতরের পাতায় ২ কলাম ট্রিটমেন্টের সংবাদগুলোর মধ্যে ছিল 'Bangla opp seeks to resolve CHT crisis', 'Indo-Bangla team to record Ganga', 'Bangla strike turns violent 100 injured' ইত্যাদি । প্রকাশিত সংবাদগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তথ্য উপস্থাপনে সংবাদপত্র দুটি মোটামুটি ভারসাম্যপূর্ণ । তবে নেতিবাচক বিষয় বাছাইয়ের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে । যেমন রাজনৈতিক সংবাদের মধ্যে হরতাল, ধর্মঘট এ ধরণের সংবাদ বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। উপজাতি সমস্যা দুটি পত্রিকায় বেশ কয়েকবার কভারেজ পেয়েছে কিন্তু সেগুলোর ট্রিটমেন্ট ছিল দুর্বল । তুলনামূলকভাবে উপজাতি বিষয়ক সংবাদগুলো স্টেটসম্যানে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে । আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত কোন কোন সংবাদে বাংলাদেশকে নেতিবাচকভাবে তুলে ধরা হয়েছে, বিশেষ করে সংবাদের শুধুমাত্র সূচনা পড়লে পাঠকের সেটা মনে হতে পারে । 'জঙ্গিদের গ্রেফতারে ঢাকাকে আর্জি' শীর্ষক সংবাদে সূচনা লেখা হয় এভাবে ঃ

''ভারতীয় ভূখণ্ডে সক্রিয় বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের যেসব গেরিলা কমাণ্ডার বাংলাদেশে গা ঢাকা দিয়ে আছে তাদের পাকড়াও করার জন্য ঢাকাকে আবেদন জানাল নয়াদিল্লি।'' এ জাতীয় সূচনার মাধ্যমে আধুনিক ব্যস্ততম পাঠক যারা শুধু সংবাদের সূচনা পড়েন তাঁরা ঘটনা সম্পর্কে আংশিক জ্ঞান লাভ করবেন । সংবাদের শেষের দিকে বাংলাদেশের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে । আনন্দবাজার পত্রিকার কোন কোন সংবাদের উৎসের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়। যেমন 'হাসিনা-খালেদার দেশে মেয়েরা ঠাঁই পাচ্ছে না রাজনীতিতে' শীর্ষক সংবাদটি জনৈক শামছুনের উদ্ধৃতি দিয়ে করা হয়েছে অথচ শামছুনের কোন পরিচয় দেয়া হয়নি। এ সংবাদটিতে তথ্যেরও কিছু অসংগতি চোখে পড়ে। প্রতিবেদনের এক জায়গায় বলা হয়েছে, '' --- হাসিনা এবং খালেদা হলেন দুই বিখ্যাত বাবার কন্যা ও পত্নী । বাবার পরিচয় ছাড়া এঁরা জাতীয় রাজনীতির মূল স্রোতে কতটা সফল হতেন তা নিয়ে এখন

আর কেউ তর্ক করেন না। করেন না কারণ বাংলাদেশের মহিলারা কলেজের ক্যাম্পাস ছেড়ে মাঠে ময়দানে সরব হলেই প্রধান যে বিষয়টি তাঁর রাজনৈতিক যোগ্যতার মাপকাঠি হয়ে ওঠে তা হল পরিবার। নিকট আত্মীয় যদি কেউকেটা কেউ না হন তাহলে অধিকাংশ মহিলাই শামছুনের মত স্বপ্ন ভঙ্গের শিকার হন।'' এ ধরণের বক্তব্য শুধু বাংলাদেশ নয় ভারত, পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । তাই শুধু বাংলাদেশকে নিয়ে না লিখে তিন দেশের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরলে প্রতিবেদনটি ভারসাম্যপূর্ণ হতো।

সারণী-২

বাংলাদেশের রাজনীতি বিষয়ক ও বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক বিষয়াবলির উপস্থাপন

	আনন্দবাজার পত্রিকা		স্টেটসম্যান	
মাস	সংখ্যা	কলাম ইঞ্চি	সংখ্যা	কলাম ইঞ্চি
অক্টোবর	১৫	১১৫	৮	১২২
নভেম্বর	৬	৫৪	১০	১০২.৫০
ডিসেম্বর	৪	২৭	১৪	১৫৯
মোট ৩ মাসে	২৫	১৯৬	৩২	৩৮৩.৫০

সাংস্কৃতিক বিষয়াবলি

সার্কভুক্ত দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো পারস্পরিক সাংস্কৃতিক সহযোগিতার উপর গুরুত্বারোপ করা সত্ত্বেও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সংবাদ ভারতীয় সংবাদপত্রে খুব কম স্থান পায় । সমীক্ষার তিনমাসে বাংলাদেশের মাত্র ৭টি সাংস্কৃতিক আইটেম আনন্দবাজার পত্রিকায় ৪৫ কলাম ইঞ্চি জায়গা জুড়ে প্রকাশিত হয় । অন্যদিকে এ সংক্রান্ত শুধুমাত্র ১টি আইটেম স্টেটসম্যানে ২ কলাম ইঞ্চি জায়গা নিয়ে প্রকাশিত হয় (সারণী-৩)। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য যেখানে সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের উপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে সেখানে এ ধরণের সংবাদ

উপস্থাপনে সংবাদপত্রগুলোর অবহেলা পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়ক নয়। সমীক্ষাকৃত মাসগুলোতে বাংলাদেশে তুলনামূলক ভাবে বছরের অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেশি সংস্কৃতিচর্চা হয়ে থাকে। সহনীয় আবহাওয়া এর অন্যতম কারণ। বাঙালি জীবনের অন্যতম গৌরবোজ্জ্বল দিন বিজয় দিবস পালন করা হয় ডিসেম্বর মাসেই। এ দিনটিকে কেন্দ্র করে সারা মাস জুড়েই বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় ঢাকা সহ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে। এ সময়টিতে ভারতীয় পত্রিকায় সাংস্কৃতিক বিষয়াবলি সংক্রান্ত সংবাদ স্বল্প সংখ্যায় উপস্থাপনের প্রবণতা অন্যান্য সময়ের উপস্থাপনের দৈন্যাবস্থার ইঙ্গিতবহ । স্টেটসম্যান-এ প্রকাশিত বাংলাদেশের একমাত্র সাংস্কৃতিক সংবাদটি ছিল শিল্পীদের মিটিং সম্পর্কে যা 'Artist's Meet' শিরোনামে মাত্র ২ কলাম ইঞ্চিতে সিঙ্গেল কলাম ট্রিটমেন্টে প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে আনন্দবাজারের সংবাদগুলো ছিল বাংলাদেশের হিন্দু সমাজের পূজা পার্বণ, ৭১-এ বুদ্ধিজীবী হত্যা সংক্রান্ত চার্জশিট, এশীয় শিল্পকলা প্রদর্শনী ও মন্দির ধ্বংস সংক্রান্ত । সবগুলো সংবাদ সিঙ্গেল কলাম ট্রিটমেন্টে ভেতরের পাতায় প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত সংবাদগুলোর শিরোনাম ছিল, 'সাড়ম্বরে পূজো শুরু বাংলাদেশে', 'বাংলাদেশে এশীয় শিল্পকলা প্রদশর্নী শুরু ৬ই নভেম্বর', '৭১ এ ঢাকায় বুদ্ধিজীবী খুন, চার্জশিট শীঘ্রই', 'পূজোর বনগায় মিশে যায় দুই বাংলা' ইত্যাদি । এ সংবাদগুলোর মধ্যে শেষেরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে । সংবাদটি অক্টোবর মাসে ৩ কলামের ট্রিটমেন্ট দিয়ে ছাপা হয়। এই প্রতিবেদনটি বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে না। প্রতিবেদনের এক স্থানে বাংলাদেশীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে 'ওদেরকে কোথা থেকে আসা হয়েছে জিজ্ঞাসা করলেই ওরা বলবে দত্তপুকুর, মদুলন্দপুর কিংবা বনগাঁ। আর একটু চেপে ধরলেই দেখা যাবে আসলে ওখানে ওদের আত্মীয়ের বাড়ি। ওরা এসেছে বাংলাদেশ থেকে। প্রতি বছর পূজোতেই ওরা ঢাক বাজাতে চোরাপথে এদেশে চলে আসে।'' বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ চোরা পথে ভারতে যায় প্রতিদিন, সংবাদটি পড়লে অনেক পাঠকের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ ধরণের প্রতিবেদন সহায়ক ভূমিকা পালন করে না।

সারণী-৩
বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সংবাদের উপস্থাপনা

আনন্দবাজার পত্রিকা			দ্য স্টেটটসম্যান	
মাস	সংখ্যা	কলাম ইঞ্চি	সংখ্যা	কলাম ইঞ্চি
অক্টোবর	৬	৩৯.৫০		
নভেম্মর			১	২
ডিসেম্মর	১	৫.৫০		
মোট ৩ মাসে	৭	৪৫	১	২

ব্যবসা, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক বিষয়াবলি

বাংলাদেশের ব্যবসা, বাণিজ্য ও অর্থনীতি বিষয়ক সংবাদ উপস্থাপনে আনন্দবাজার পত্রিকা স্টেটসম্যানের চেয়ে এগিয়ে আছে । আনন্দবাজার পত্রিকা যেখানে ৩ মাসে ২০টি আইটেম ১৫৮ কলাম ইঞ্চিতে ছেপেছে সেখানে স্টেটসম্যান মাত্র ৮টি আইটেম ৪৪ কলাম ইঞ্চি জায়গা জুড়ে প্রকাশ করেছে । স্থান বরাদ্দের দিক থেকে আনন্দবাজার পত্রিকা ইংরেজি দৈনিক স্টেটসম্যানের চেয়ে প্রায় ২০০ গুণ এগিয়ে আছে (সারণী-৪) । ব্যবসা, বাণিজ্য ও অর্থনীতি সংক্রান্ত বিষয়াবলির মধ্যে কিছু কিছু সংবাদ খুব গুরুত্বের সাথে উভয় পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন অক্টোবর মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাণিজ্য শীর্ষ সম্মেলনের উপর আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পাতায় ১টি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় । ডিসেম্বরের ১১ তারিখে ৮ এর পাতায় ২২ কলাম ইঞ্চিতে বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ এশিয়াকে কেন্দ্র করে ৫ কলামের ট্রিটমেন্টে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় । যার শিরোনাম ছিল 'ভারতসহ চারটি দক্ষিণ এশিয় দেশকে নিয়ে অভিন্ন লগ্নী অঞ্চল গড়ার আহ্বান'। প্রকাশিত অন্যান্য সংবাদ ছিল দুই কলাম ও সিঙ্গেল কলাম ট্রিটমেন্টের । এগুলোর মধ্যে ছিল, 'ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য আরো নেমে যাওয়ার আশংকা', 'চড়া দামে বাংলাদেশ থেকে চটের বস্তা

আমদানি করবে কেন্দ্র', 'গ্যাস ভিত্তিক শিল্প গড়তে বিদেশী বিনিয়োগ চাইছে বাংলাদেশ', 'ভারতকে প্রাকৃতিক গ্যাস বিক্রির জন্য ঢাকাকে চাপ দিচ্ছে আমেরিকা', 'শুল্ক মুক্তির পরও ভারতে বাংলাদেশী পণ্যের রফতানি বাড়েনি' ইত্যাদি । অন্যদিকে স্টেটসম্যান-এ প্রকাশিত সংবাদগুলোর মধ্যে ছিল 'Currency crisis unlikely in S Asia', 'India, Pak, Bangla business summit', 'Taka devalued further in Bangladesh', 'BD to import indian contessa cars' ইত্যাদি । স্টেটসম্যানে প্রকাশিত সংবাদগুলো কম গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়েছে ।

সারণী -৪

ব্যবসা, বাণিজ্য ও অর্থনীতি সংক্রান্ত সংবাদের উপস্থাপনা

	আনন্দবাজার পত্রিকা		দ্য স্টেটসম্যান	
মাস	সংখ্যা	কলাম ইঞ্চি	সংখ্যা	কলাম ইঞ্চি
অক্টোবর	১০	৪৯.৫০	৫	২৫.৫০
নভেম্বর	৪	২৩	২	৫
ডিসেম্বর	৬	৮৬	১	১৩.৫০
মোট ৩ মাসে	২০	১৫৮.৫০	৮	৪৪

সন্ত্রাস, ভায়োলেন্স ও সহিংস বিষয়াবলি

দ্য স্টেটসম্যান বাংলাদেশের সন্ত্রাস ভায়োলেন্স ও সহিংসতা বিষয়ক সংবাদ উপস্থাপনে বাংলা দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার চেয়ে বেশ এগিয়ে আছে । তিন মাসে স্টেটসম্যানে এ সম্পর্কিত সংবাদ ও অন্যান্য আইটেম ছাপা হয়েছে ১৪টি ৯৭ কলাম ইঞ্চি জুড়ে (সারণী-৫)। অন্যদিকে আনন্দবাজার পত্রিকায় ছাপা হয়েছে ৮টি আইটেম ৪৭.৫০ কলাম ইঞ্চি জুড়ে । অক্টোবর মাসে আনন্দবাজারে এ সম্পর্কিত সংবাদগুলো ছিল পুরুলিয়ার অস্ত্র বর্ষণে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্টতা, বিরোধী দলের হরতালের সন্ত্রাস ও পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাস বিষয়ক । এগুলো ৫, ৭ ও ১০ এর

পাতায় সিঙ্গেল কলাম ট্রিটমেন্টে প্রকাশিত হয় । অন্যদিকে নভেম্বর মাসের সংবাদগুলো ৩, ৫ ও ৭ এর পাতায় এবং ডিসেম্বর মাসের সংবাদগুলো ৪ ও ৫ পাতায় সিঙ্গেল কলামে প্রকাশিত হয়। এ দুই মাসের সংবাদগুলো ছিল রাজনৈতিক সংঘাত, স্থানীয় নির্বাচনে সহিংসতা ও ৭১-এর বুদ্ধিজীবী হত্যা সংক্রান্ত। স্টেটসম্যানে সন্ত্রাস, ভায়োলেন্স ও সহিংসতা সংক্রান্ত সংবাদ আনন্দবাজারের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে । যেমন, ৬ই অক্টোবর ১৩ পাতায় ১৭ কলাম ইঞ্চিতে তিন কলামের একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় যার শিরোনাম ছিল 'One killed, B.N.P leaders arrested during barricade'. বেশ কয়েকটি সংবাদ ২ কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয় । যেমন '5o hurt in clashes as strike cripples BD' শিরোনামে একটি সংবাদ ১লা ডিসেম্বর ১৮ কলাম ইঞ্চিতে ১০ এর পাতায় প্রকাশিত হয় । নভেম্বর মাসের ২০ তারিখে সিঙ্গেল কলামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভায়োলেন্সের উপর ১টি সংবাদ প্রকাশিত হয় যার শিরোনাম ছিল '20 injured in Bangla campus violenc' । অন্যদিকে ক্যাম্পাস ভায়োলেন্সের উপর আনন্দবাজার পত্রিকায় সমীক্ষাকালীন কোন সংবাদ প্রকাশিত হয়নি।

সারণী-৫
সন্ত্রাস, ভায়োলেন্স ও সহিংসতা বিষয়ক ঘটনাবলির উপস্থাপন

আনন্দবাজার পত্রিকা			দ্য স্টেটসম্যান	
মাস	সংখ্যা	কলাম ইঞ্চি	সংখ্যা	কলাম ইঞ্চি
অক্টোবর	৩	১৯.৫০	৪	৫২
নভেম্বর	৩	১৩	৩	৭
ডিসেম্বর	২	১৫	৭	৩৮
মোট ৩ মাসে	৮	৪৭.৫০	১৪	৯৭

খেলাধুলা বিষয়ক সংবাদ

বাংলাদেশের খেলাধূলা বিষয়ক সংবাদ উপস্থাপনেও ভারতীয় সংবাদপত্রের অবহেলা পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য সময়ে মাত্র ১টি খেলাধূলার সংবাদ আনন্দবাজার পত্রিকায় অক্টোবর মাসে ৪.৫ কলাম ইঞ্চিতে প্রকাশিত হয়। স্টেটসম্যান পত্রিকা খেলাধূলার সংবাদ উপস্থাপনে তুলনামূলক বিচারে কিছুটা এগিয়ে আছে। স্টেটসম্যান অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বরে যথাক্রমে ৩টি ২৩ কলাম ইঞ্চিতে, ২টি ৯.৫০ কলাম ইঞ্চিতে এবং ১টি ৩ কলাম ইঞ্চিতে মোট ৬টি খেলার সংবাদ ৩৫.৫০ কলাম ইঞ্চি জায়গা জুড়ে প্রকাশ করে (সারণী-৬)। প্রত্যেক দেশ এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খেলাধূলা সমাদৃত হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় পত্র পত্রিকায় বাংলাদেশের খেলার সংবাদ উপস্থাপনে অবহেলা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক নয়।

সারণী-৬
খেলাধূলা বিষয়ক সংবাদের কভারেজ

	আনন্দবাজার পত্রিকা		দ্য স্টেটসম্যান	
মাস	সংখ্যা	কলাম ইঞ্চি	সংখ্যা	কলাম ইঞ্চি
অক্টোবর	১	৪.৫০	৩	২৩
নভেম্বর	×	×	২	৯.৫০
ডিসেম্বর	×	×	১	৩
মোট ৩ মাসে	১	৪.৫০	৬	৩৫.৫০

দুর্যোগ সংক্রান্ত আইটেম

সমীক্ষাকালে আনন্দবাজার পত্রিকায় বাংলাদেশের দুর্যোগ বিষয়ক ৪টি আইটেম ১৯.৫০ কলাম ইঞ্চি জায়গা নিয়ে ছাপা হয়। অন্যদিকে ঐ একই সময়কালে স্টেটসম্যানে ৬টি আইটেম ৪৪ কলাম ইঞ্চি জায়গা নিয়ে প্রকাশিত হয় (সারণী-৭)। তুলনামূলক বিচারে দুর্যোগ বিষয়ক সংবাদ

স্টেটসম্যান বেশি ছেপেছে । আইটেম সংখ্যার দিক থেকে দুটি পত্রিকার মধ্যে বেশি পার্থক্য না থাকলেও স্থান বরাদ্দের ক্ষেত্রে স্টেটসম্যান বেশ এগিয়ে আছে । আনন্দবাজারের দুর্যোগের সংবাদগুলো ছিল ভূমিকম্প, সাইক্লোন ও শীতের মারাত্মক প্রকোপ সংক্রান্ত । 'প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে মৃত ২০ জখম ২০০ বাংলাদেশে' সিঙ্গেল কলাম ট্রিটমেন্টে ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত এ সংবাদটি আনন্দবাজার পত্রিকায় পাঁচের পাতায় ৬.৫০ কলাম ইঞ্চি জায়গা জুড়ে ছাপা হয়। নভেম্বর মাসে চট্টগ্রামের ভূমিকম্পের সংবাদ ও সিঙ্গেল কলামে পাঁচের পাতায় মাত্র ২.৫০ কলাম ইঞ্চিতে প্রকাশিত হয়। যার শিরোনাম ছিল ঃ 'ভূমিকম্প : আশংকা চট্টগ্রামে মৃত ১৮' । আনন্দবাজারে প্রকাশিত সংবাদগুলো স্টেটসম্যানেও প্রকাশিত হয়। তবে স্টেটসম্যান ভূমিকম্প ও সাইক্লোনের সংবাদগুলোর ফলো-আপ স্টোরিও প্রকাশ করে। উল্লিখিত দুর্যোগ বিষয়ক সংবাদগুলো স্টেটসম্যানে বেশ গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হয়। অক্টোবরের ১৩ তারিখে প্রথম পাতায় বাংলাদেশের টর্নোডোর সংবাদ প্রকাশিত হয় । প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল '20 killed 500 injured in Bangla tornado'। এই সংবাদের ফলো-আপ স্টোরি প্রকাশিত হয় ৩ কলাম ট্রিটমেন্টে ১০ এর পাতায় 'Bangla tornado toll rises to 25, relief work on' শীর্ষক শিরোনামে । অন্যদিকে চট্টগ্রামের ভূমিকম্পের সংবাদটি সিঙ্গেল কলামে বক্স আইটেম করে প্রথম পাতায় প্রকাশ করা হয় ২২ শে নভেম্বর 'Tremor felt in city as quake rocks BD' শিরোনামে । পরবর্তী দিন অর্থাৎ ২৩শে নভেম্বর এর ফলো-আপও ছাপা হয় ৩ কলাম ট্রিটমেন্টে ৮ এর পাতায় 'Bangla quake toll rises to six, 12 missing' শিরোনামে ।

সারণী-৭

দুর্যোগ বিষয়ক সংবাদের উপস্থাপন

আনন্দবাজার পত্রিকা			দ্য স্টেটসম্যান	
মাস	সংখ্যা	কলাম ইঞ্চি	সংখ্যা	কলাম ইঞ্চি
অক্টোবর	২	১৪	২	২৭

নভেম্বর	১	২.৫০	৩	১৫
ডিসেম্বর	১	৩	১	২
মোট ৩ মাসে	৪	১৯.৫০	৬	৪৪

দুর্ঘটনার সংবাদ

বাংলাদেশের দুর্ঘটনার সংবাদ ভারতীয় পত্র পত্রিকায় তেমন কভারেজ পায় না। আবার ছাপা হলেও এ ধরণের সংবাদকে যথাযথ ট্রিটমেন্ট দেয়া হয় না। সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ১৯৯৭ সালের অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বরে আনন্দবাজারে মাত্র ২টি বাংলাদেশের দুর্ঘটনার সংবাদ এবং স্টেটসম্যানে মাত্র ৫টি সংবাদ প্রকাশতি হয়; কলাম ইঞ্চিতে এগুলো ছিল যথাক্রমে ১০.৫০ ও ১৫.৫০ স্থান জুড়ে (সারণী-৮)। তুলনামূলক বিশ্লেষণে ইংরেজি দৈনিক স্টেটসম্যান বেশি দুর্ঘটনার খবর প্রকাশ করেছে । আনন্দ বাজারে প্রকাশিত ২টি সংবাদকেই সিঙ্গেল কলাম ট্রিটমেন্ট দেয়া হয়েছে । সংবাদগুলো ছিল ট্রেন ও বাংলাদেশ বিমানের দুর্ঘটনা সংক্রান্ত। অক্টোবরের ১১ তারিখে চারের পাতায়, 'বাংলাদেশে দুটি ট্রেনে ধাক্কা, মৃত ১১, জখম ৩৫', শীর্ষক সংবাদটি ৫$^{১}/_{২}$ কলাম ইঞ্চিতে প্রকাশিত হয় । অন্যদিকে বিমান দুর্ঘটনার সংবাদটি ২৪ ডিসেম্বর ৯ এর পাতায় ৫ কলাম ইঞ্চিতে প্রকাশিত হয়। স্টেটসম্যান পত্রিকায় আননদবাজারে প্রকাশিত সংবাদগুলোর পাশাপাশি আরো কিছু দুর্ঘটনার সংবাদ ছাপা হয় । এগুলোর মধ্যে ছিল যথাক্রমে ১৪ ও ৭ এর পাতায় সিঙ্গেল কলাম ট্রিটমেন্টে '11 killed in Bangla accident', '15 killed, 50 hurt in Bangla accident' শীর্ষক সংবাদ দুটি । উল্লেখ্য যে, এত বড় দুর্ঘটনার সংবাদ গুলোও উভয় পত্রিকা খুব কম গুরুত্বের সাথে প্রকাশ করে । বিমান দুর্ঘটনার মত একটি বিষয় মাত্র সিঙ্গেল কলাম ট্রিটমেন্টে প্রকাশিত হয় ভারতীয় পত্রিকাতে ।

সারণী-৮

দুর্ঘটনা বিষয়ক সংবাদের উপস্থাপন

	আনন্দবাজার পত্রিকা		দ্য স্টেটসম্যান	
মাস	সংখ্যা	কলাম ইঞ্চি	সংখ্যা	কলাম ইঞ্চি
অক্টোবর	১	৫.৫০	১	১.৫০

নভেম্বর	×	×	২	৫
ডিসেম্বর	১	৫	২	৯
মোট ৩ মাসে	২	১০.৫০	৫	১৫.৫০

দূর্নীতি বিষয়ক আইটেম উপস্থাপন

দুর্যোগ, দুর্ঘটনা সংক্রান্ত বিষয়ের মত বাংলাদেশের দুর্নীতির সংবাদও ভারতীয় পত্রিকায় তেমন গুরুত্বের সাথে প্রকাশ করা হয় না। দুর্নীতির সংবাদ উপস্থাপনে আনন্দবাজার পত্রিকা স্টেটসম্যানের চেয়ে এগিয়ে আছে। সমীক্ষার ৩ মাসে দুর্নীতি সংক্রান্ত মাত্র ১টি সংবাদ স্টেটসম্যানে প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে এ সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় ৩টি দুর্নীতির সংবাদ ১৯ কলাম ইঞ্চিতে প্রকাশিত হয় (সারণী-৯)। এ সময়ে স্টেটসম্যানে প্রকাশিত একমাত্র দুর্নীতি সংক্রান্ত প্রতিবেদনটি ছিল বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা বিষয়ে। পহেলা অক্টোবর সংবাদটি সিঙ্গেল কলাম ট্রিটমেন্টে ৩ কলাম ইঞ্চি জুড়ে ১৪-র পাতায় ছাপা হয়। প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'Corruption cases against Khalada, others' । অন্যদিকে আনন্দবাজারে প্রকাশিত দুর্নীতির সংবাদগুলো ছিল সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদের মামলা ও ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতের ফোনের বিলের তদন্ত বিষয়ক । এ সংবাদগুলো সিঙ্গেল কলাম ট্রিটমেন্টে ভেতরের পাতায় প্রকাশিত হয়।

সারণী-৯

দুর্নীতি বিষয়ক আইটেমের উপস্থাপন

	আনন্দবাজার পত্রিকা		দ্য স্টেটসম্যান	
মাস	সংখ্যা	কলাম ইঞ্চি	সংখ্যা	কলাম ইঞ্চি
অক্টোবর	৩	১৯	১	৩
নভেম্বর	×	×	×	×
ডিসেম্বর	×	×	×	×
মোট ৩ মাসে	৩	১৯	১	৩

সম্পাদকীয়

সমীক্ষাকৃত সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় বাংলাদেশের উপর ৬টি সম্পাদকীয় ছাপা হয়েছে যার ব্যাপ্তি ছিল ১১৮.৫০ কলাম ইঞ্চি । ৬টি সম্পাদকীয়ের মধ্যে ১টি অক্টোবর মাসে, ৩টি নভেম্বর মাসে এবং বাকি ২টি ডিসেম্বর মাসে যথাক্রমে ২০, ৫৯.৫০ ও ৩৯ কলাম ইঞ্চি জুড়ে প্রকাশিত হয় (সারণী-১০)।

অন্যদিকে ঐ সময়কালে স্টেটসম্যান পত্রিকায় ৩টি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। প্রতি মাসে ১টি করে যথাক্রমে ৯, ১০ ও ১২.৫০ ইঞ্চি জুড়ে সম্পাদকীয় ছাপা হয়। এগুলোর জন্য বরাদ্দকৃত মোট স্থানের পরিমাণ ছিল ৩১.৫০ কলাম ইঞ্চি । সংখ্যার দিক থেকে আনন্দবাজারে প্রকাশিত সম্পাদকীয় স্টেটসম্যানের দ্বিগুণ । অন্যদিকে স্থানের দিক থেকে স্টেটসম্যান পিছিয়ে আছে প্রায় ৮৭ কলাম ইঞ্চিতে । আনন্দবাজারে প্রকাশিত অক্টোবর মাসের সম্পাদকীয়টি ছিল রাজধানী ঢাকা শহরের রাজপথে সমাবেশ নিষিদ্ধকে কেন্দ্র করে। এর শিরোনাম ছিল 'ঢাকা পারে কলকাতা পারেনা'। নভেম্বর মাসে প্রকাশিত সম্পাদকীয় গুলোর মধ্যে ৫ই নভেম্বরে ছিল 'শেখ হাসিনার সাহসী সিদ্ধান্ত' শীর্ষক, ১৮ই নভেম্বর ছিল 'এই দূরত্ব কবে ঘুচিবে' শীর্ষক এবং ২৪শে নভেম্বর ছিল 'একটি বাতিল বৈঠক' শীর্ষক সম্পাদকীয় । ডিসেম্বর মাসেও আনন্দবাজারে ২টি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১০ই ডিসেম্বর ও ১৬ই ডিসেম্বর 'শেখ হাসিনার সাহসী উদ্যোগ' ও 'আঞ্চলিকতা ভিন্ন অর্থে' শিরোনামে ।

সাংবাদিকতায় তত্ত্বগত দিক থেকে সংবাদে মন্তব্যের কোন স্থান না থাকায় শুধুমাত্র সংবাদ বিশ্লেষণ করলে বাংলাদেশের প্রতি ভারতীয় সংবাদপত্রের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হবে না। পত্রিকায় উপস্থাপিত সম্পাদকীয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে কিছুটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে । তাই বাংলাদেশ সংক্রান্ত বিষয়াবলির প্রতি ভারতীয় সংবাদপত্রের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার জন্য অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত ৬টি সম্পাদকীয় নিবন্ধ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে । এতে দেখা যায়, সম্পাদকীয় নিবন্ধে বাংলাদেশ বিষয়াবলি ইতিবাচক ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ডিসেম্বর মাসের ১০ তারিখে 'শেখ হাসিনার সাহসী উদ্যোগ'

শিরোনামের সম্পাদকীয়টি পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তিকে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছে । এতে শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে,

> এই শান্তি চুক্তি অনুযায়ী শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র চাকমা গেরিলারা যেমন আত্মসমর্পণ করিবে তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামের এই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনজাতি স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পাইবেন । তাহাদের জন্য যে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হইবে তাহার সভাপতিসহ দুই তৃতীয়াংশ সদস্যই হইবেন জনজাতীয় । সভাপতির পদমর্যাদা হইবে একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর এবং পরিষদ অঞ্চলের আইনশৃংখলা, ভূমি সদ্ব্যবহার ও উন্নয়নের পূর্ণ দায়িত্ব থাকিবে । ইহার চেয়ে ভাল কোন চুক্তি চাকমাদের পক্ষেও আশা করা সম্ভব নয় । মনে রাখিতে হইবে এই চুক্তি করিতে গিয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদকে সম্মিলিত বিরোধী পক্ষের তীব্র বিরূপতা অগ্রাহ্য করিতে হইয়াছে । বিরোধীরা এই চুক্তিকে বাংলাদেশের স্বার্থের পরিপন্থী এমনকি সংবিধান বিরোধী আখ্যা দিয়া আন্দোলন পর্যন্ত করিতেছেন।

বাংলাদেশ সরকার এবং উপজাতীয় গোষ্ঠী সবার জন্যই যে এ চুক্তিটি, প্রয়োজনীয় যুক্তি সহকারে সম্পাদকীয়টিতে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এগারই অক্টোবর 'ঢাকা পারে কলিকাতা পারেনা' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ ও তাঁর সরকারের সাহসী ও জনকল্যাণমূলক সিদ্ধান্তের ভূয়সী প্রসংসা করা হয়েছে । রাজধানী ঢাকার রাজপথে সমাবেশ নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে এ সম্পদকীয়টি লেখা হয়েছে । এতে বলা হয়েছে,

> বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদের আওয়ামী লীগ সরকার সে দেশের রাজধানী ঢাকা শহরের রাজপথে সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন । এই নিষেধাজ্ঞার পেছনে রহিয়াছে রাজপথ জুড়িয়া দিনের পর দিন অনন্ত মিছিল আর অবিরত সমাবেশের দীর্ঘ ইতিহাস । বিভিন্ন জামানায় বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন সে দেশে জমিয়া উঠিয়াছে প্রধানত রাজপথে ---- সেই মিছিল, সমাবেশ অবরোধ, দিনের পর দিন ভয়াবহ যানজট, নাগরিক জীবনে প্রায় নিরবচ্ছিন্ন অচলাবস্থা । এই নেতিবাচক রাজনীতির বিরুদ্ধে দেশের সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকরা অনেক দিনই সরব হইয়াছেন । ব্যবসায়ীরা বারবার বলিয়াছেন এই

> অন্যায় অনৈতিক রাজনীতি বন্ধ করিতে হইবে। ---- এই পরিপ্রেক্ষিতেই শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক নিষেধাজ্ঞা---- শেখ হাসিনা যাহা পারিলেন, জ্যোতিবসু তাহা পারেন না কেন ? ঢাকায় যাহা সম্ভব, কলিকাতায় তাহা সম্ভব নয় কেন ?

নভেম্বরের ১৮ তারিখে 'এই দূরত্ব কবে ঘুচিবে' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো সুসংহত করার জন্য দুদেশের মধ্যে সরাসরি সড়ক পথের যোগাযোগের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বলা হয় -

> ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সরাসরি যাত্রিবাহী বাস চলাচলের প্রস্তাবটি কি সরকারী লবিতে এবং দুই পারের নাগরিকদের স্বপ্নেই সীমিত থাকবে? --- দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার যে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ থাকিলে এ ধরণের প্রস্তাব অনুমোদন করা সহজ হয়, পুরনো দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব হয়, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে তেমন সহযোগিতা গড়িয়া উঠার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ফারাক্কা লইয়া নুতন চুক্তির পরে দ্বিপাক্ষিক শীতলতা তার অবিশ্বাসের পুরানো ছক হইতে দুই দেশই নিষ্ক্রান্ত । ঢাকায় আওয়ামী লীগ সরকার দিল্লিতে যুক্তফ্রন্ট এবং কলিকাতায় জ্যোতিবসু তিন পক্ষই দুই দেশের সম্পর্কের উন্নতিতে আগ্রহী। বাস চলাচলের প্রস্তাব সেই সম্ভাব্য উন্নতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শুধু দুই দেশের যাত্রীদের প্রয়োজন মেটানোর জন্যই নয়, দুই দেশের নাগরিকদের বিশেষত দুই পারের বাঙালিকে মানসিকভাবে পরস্পরের কাছে আনিবার জন্য ও সরাসরি বাস চলাচলের প্রয়োজন অনস্বীকার্য ।--- ভারতের কাজ হইবে প্রবল আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে সেই আঞ্চলিক সহযোগিতাকে প্রসারিত করা । বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করার তাগিদ ভারতকেই লইতে হবে।

নভেম্বরের ৫ তারিখ 'শেখ হাসিনার সাহসী সিদ্ধান্ত' শিরোনামে আনন্দবাজারে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। সরকারী ট্রাস্ট মালিকানাধীন ৪টি পত্রিকা বন্ধের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে সম্পাদকীয়টি লেখা হয়। এতে বলা হয়,

> সরকারি মালিকানায় প্রকাশিত সংবাদপত্র সরকারি মুখপত্র বলিয়াই গণ্য হয়। স্বভাবতই তাহার বক্তব্য একপেশে হইয়া থাকে, ঘটনার কেবল সরকারী ভাষ্য বা ব্যাখ্যাই তাহাতে প্রকাশিত হয় এবং সাধারণ্যে

> তাহার বিশ্বাসযোগ্যতা ও নিরপেক্ষতা লইয়াও প্রশ্ন থাকিয়া যায় । বাংলাদেশ সরকার এ ধরণের চারটি পত্রিকা এতকাল চালাইয়া আসিয়াছেন যাহার মধ্যে দুইটি দৈনিক সংবাদপত্র এবং দুইটি সাময়িকপত্র । প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদের সরকার এই চারটি পত্রিকার প্রকাশনা বেসরকারি মালিকানায় হস্তান্তরিত করিয়াছেন । এই সিদ্ধান্ত স্বাগত।

'একটি বাতিল বৈঠক' শীর্ষক সম্পাদকীয়তেও বাংলাদেশকে ইতিবাচক ভাবে উপস্থাপনা করা হয়। পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীদের অর্থনৈতিক শীর্ষ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত না হবার প্রেক্ষাপটে ২৪শে নভেম্বর এ সম্পাদকীয়টি প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের এ ধরণের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলা হয়,

> ১৯৪৭এর দেশ ভাগ এই উপমহাদেশের সুসংহত আর্থিক উন্নয়নের পথে যে কৃত্রিম বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল, রাজনৈতিক সীমানা অক্ষুণ্ন রাখিয়াও সেগুলি দূর করা সম্ভব । প্রয়োজন কেবল পারস্পরিক সহযোগিতার। ঢাকায় তিন দেশের নায়করা সেই উদ্দেশ্যেই সমবেত হইতে চাহিয়াছিলেন। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান এবং সেই সূত্রে দেশভাগের পঞ্চাশ বছর পরে অর্থনৈতিক সহযোগিতার এই ত্রিপাক্ষিক উদ্যোগ উপমহাদেশের ইতিহাসে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলিয়া চিহ্নিত হইত।

এভাবে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে আমরা বাংলাদেশের ইতিবাচক ছবি দেখতে পাই যা দুদেশের মানসিক দূরত্বকে কমিয়ে দ্বিপাক্ষিক জোরালো সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে ।

স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়গুলোতেও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে । এগুলোতে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তি, চাকমা উপজাতি, তাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিষয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে বাংলাদেরশর নীতিমালা আলোচিত হয়েছে ।

সমীক্ষাকালীন দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় ছিল 'PEACE IN CHT', 'TREK BACK TO CHT', 'TIME FOR DIALOGUE' ইত্যাদি ।

'Peace in CHT' শীর্ষক সম্পদকীয়টিতে ভারত থেকে চাকমা উদ্বাস্তুদের দেশে প্রত্যাবর্তনের বিষয় নিয়ে লেখা হয়েছে । এতে উপজাতি উদ্বাস্তুদের ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ সরকারের সদিচ্ছাকে তুলে ধরা

হয়েছে। সম্পাদকীয়টির এক স্থানে বলা হয়, "Sheikh Hasina Wajed's encouraging remarks that 'we have to ensure their (Chakmas) unique cultural tradition flourishes' should inspire confidence". 'TREK BACK TO CHT' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে ভারত থেকে চাকমা শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রীর উদ্যোগের প্রশংসা করা হয়েছে । এতে বলা হয়েছে, "The deadlock over repatriation may have continued but for the relentles efforts by the joint task force, appointed for the purpose and the personal intervention of the Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina Wajed who is keen to improve relationships, when the last refugee treks back, hopefully soon, there will be no more outstanding problems between the two countries." এছাড়াও সম্পাদকীয়টিতে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের দিন বাংলাদেশের বিরোধীদল কর্তৃক আহুত হরতালকে দুর্ভাগ্যজনক বলে মন্তব্য করা হয়।

'Time for Dialogue' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের সাথে বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার আলোচনা ও পার্বত্য শান্তি চুক্তি বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরা হয়। শান্তিচুক্তি নিয়ে যে রাজনৈতিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা মিটিয়ে ফেলতে প্রেসিডেন্টের মধ্যস্থতায় দুই নেত্রীর আলোচনার প্রয়োজনীয়তা এবং সরকারকে সহযোগিতা করতে বিরোধী নেত্রীর আগ্রহের কথা উল্লেখ করা হয়। পার্বত্য শান্তি চুক্তি বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরে এতে বলা হয়, "Not only was it hailed as a historic accord by the nations mainstream intellectuals, it was welcomed as an important breakthrough by the USA, the European Union, France, Canada and the Netherlands."

সার্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকায় বাংলাদেশকে ইতিবাচক ভাবে তুলে ধরা হয়েছে । তবে লক্ষণীয় যে ভারতের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপরেই স্টেটম্যান শুধু সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছে । পার্বত্য শান্তি চুক্তি ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে স্টেটসম্যান সম্পাদকীয় ছাপেনি ।

সারণী-১০
বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয়ের কভারেজ

	আনন্দবাজার পত্রিকা		দ্য স্টেটসম্যান	
মাস	সংখ্যা	কলাম ইঞ্চি	সংখ্যা	কলাম ইঞ্চি
অক্টোবর	১	২০	১	৯
নভেম্বর	৩	৫৯.৫০	১	১০
ডিসেম্বর	২	৩৯	১	১২.৫০
মোট ৩ মাসে	৬	১১৮.৫০	৩	৩১.৫০

সংবাদপত্র সংবাদ প্রকাশিত করে মূলত তথ্য জ্ঞাপনকারীর ভূমিকা পালন করে। উপস্থাপিত এই তথ্য প্রবাহের মধ্য দিয়ে পাঠক ঘটমান বিষয়াবলি সম্পর্কে অবহিত হয়। সাদামাটা তথ্য বা সংবাদ কোন ইস্যুর প্রতি পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব গঠনে ভূমিকা পালন করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর হলো সম্পাদকীয় বাদে উপসম্পাদকীয় ও বিষয় বিশেষজ্ঞদের মতামতধর্মী লেখা বা নিবন্ধ। এসব লেখার মধ্য দিয়েই সংবাদপত্র 'পারসুয়েশন'[১২] এর ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু সমীক্ষা কালীন ৩ মাসে বাংলাদেশ বিষয়ক ইস্যু নিয়ে স্টেটসম্যানে কোন উপসম্পাদকীয় বা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়নি। এ সময়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এশিয়ান চারুকলা শিল্প প্রদর্শনীর উপর ১টি মাত্র নিবন্ধ আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । এতে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর প্রশংসা করা হয় ।

---

১২. S.A. Lowery and M.L. De Fleur, *Milestones in Mass Communication Research*, Longman, New York and London 1988, Second Edition, PP. 137-161.

সারণী-১১

বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট আইটেমসমূহের আন্তঃরাষ্ট্রিক চরিত্র

	আনন্দবাজার পত্রিকা						দ্য স্টেটসম্যান					
মাস	শুধু বাংলাদেশ		বাংলাদেশ ভারত		সার্কদেশ সমূহ		শুধু বাংলাদেশ		বাংলাদেশ ভারত		সার্কদেশ-সমূহ	
	সং	ক.ই	সং	ক.ই	সং	ক.ই	সং	ক.ই	সং	ক.ই	সং	ক.ই
অক্টো	২৮	১৭৫.৫০	১২	৯৩.৫০	২	১৭.৫০	১৮	১৯৪.৫০	৫	৭৭	৩	১৮.৫০
নভে	১১	৮৯	৬	৬০.৫০	১	২২	১৮	৯৬.৫০	৬	৬১.৫০	১	২
ডিসে	১৫	১৮৩.৫০	৩	৩৯	৩	৪৭	১৯	১৬৭.৫০	৯	৮৭	×	×
মোট ৩ মাসে	৫৪	৪৪৮	২১	১৯৩	৬	৮৬.৫০	৫৫	৪৫৮.৫০	২০	২২৫.৫০	৪	২০.৫০

দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে সংবাদপত্র তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে । এই সম্পর্কন্নোয়নের ক্ষেত্রে প্রধান ভিত্তি হতে পারে সংশ্লিষ্ট দেশের ইস্যুগুলোকে গুরুত্ব সহকারে সংবাদপত্রে তুলে ধরা । বিশেষ করে সম্পাদকীয়, নিবন্ধ ও ফিচারের মধ্য দিয়ে এই ভূমিকা পালন করে থাকে সংবাদপত্র । সমীক্ষায় দেখা যায় ভারতীয় সংবাদপত্রে পরিমাণে কম হলেও বাংলাদেশ বিষয়ক ঘটনাবলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে ।

উপস্থাপিত আইটেমগুলোর বাংলাদেশের সংশ্লিষ্টতাকে ৩ দিক থেকে বিবেচনা করা হয়েছে । এককভাবে বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট, যৌথভাবে বাংলাদেশ ও ভারতের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং বাংলাদেশ, ভারত ও সার্ক দেশসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট । এই তিন ধরনের আইটেম প্রকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশকে তুলে ধরে বৈদেশিক সম্পর্ক উন্নয়নে ভারতীয় সংবাদপত্র ভূমিকা রাখতে চেষ্টা করছে ।

সামগ্রিক বিশ্লেষণে দেখা যায় সমীক্ষাকালীন আননদবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত ৮১টি আইটেমের মধ্যে ৫৪টি ছিল এককভাবে বাংলাদেশ বিষয়ক । এই আইটেমগুলোও বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, খেলাধূলা ও সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে ভারতের জনগণের মধ্যে বাংলাদেশকে জানার ক্ষেত্র তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে যা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের

ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে । বাকি ২৭টি আইটেমের মধ্যে ৬টিতে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশসহ বাংলাদেশের বিষয়কে তুলে ধরা হয়েছে । একুশটিতে বাংলাদেশ ও ভারতের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় তুলে ধরা হয়েছে (সারণী-১১)। এর মধ্যে অধিকাংশ আইটেম ছিল উপজাতি সমস্যা, গঙ্গার পানি সমস্যা ও বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে ব্যবসা, বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে। এই সংবাদগুলোর মধ্যেই বাংলাদেশের প্রতি ভারত সরকার ও সংবাদপত্রগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিভাত হয়ে উঠেছে । এবং ইস্যুগুলোর প্রতি উভয় দেশের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে ।

এ সময়ে স্টেটসম্যানে প্রকাশিত সংবাদগুলোর মধ্যে ৫৫টি ছিল এককভাবে বাংলাদেশ বিষয়ক, ২০টি ছিল বাংলাদেশ ও ভারত বিষয়ক এবং ৪টি ছিল দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক (সারণী-১১)।

সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচারে এবং কলাম ইঞ্চির দিক থেকে দুটি পত্রিকাতেই বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট ইস্যুগুলো প্রায় কাছাকাছি কভারেজ পেয়েছে। তবে স্টেটসম্যান পত্রিকা আনন্দবাজার পত্রিকার চেয়ে বেশি গুরুত্ব সহকারে বাংলাদেশ বিষয়ক আইটেমগুলো প্রকাশ করেছে ।

সারণী-১২

বাংলাদেশ বিষয়ক ইস্যুগুলোর অগ্রাধিকার প্রাপ্তির ক্রমনিম্নমুখী তালিকা

আনন্দবাজার পত্রিকা

বিষয়	কলাম ইঞ্চি	বিষয়	আইটেম সংখ্যা
রাজনৈতিক	৩৮৩.৫০	রাজনৈতিক	৩২
ভায়োলেন্স হত্যা, সন্ত্রাস	৯৭	ভায়োলেন্স, হত্যা ও সন্ত্রাশ	১৪
দুর্যোগ	৪৪	ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনৈতিক	৮

ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতি	৪৪	খেলাধূলা	৬
খেলাধূলা	৩৫.৫০	দুর্যোগ	৬
দুর্ঘটনা	১৫.৫০	দুর্ঘটনা	৫
দুর্নীতি	৩	দুর্নীতি	১
সাংস্কৃতিক	২	সাংস্কৃতিক	১
শিক্ষা	০০	শিক্ষা	০০

দ্য স্টেটসম্যান

বিষয়	কলাম ইঞ্চি	বিষয়	আইটেম সংখ্যা
রাজনৈতিক	১৯৬	রাজনৈতিক	২৫
ব্যবসা, বাণিজ্য ও অর্থনীতি	১৫৮.৫০	ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনতি	২০
সাংস্কৃতিক	১১৩	সাংস্কৃতিক	৮
ভায়োলেন্স হত্যা ও সন্ত্রস	৪৭.৫০	ভায়োলেন্স সন্ত্রাস ও হত্যা	৯
দুর্যোগ	১৯.৫০	দুর্যোগ	৪
দুর্নীতি	১৯	দুর্নীতি	৩
দুর্ঘটনা	১০	দুর্ঘটনা	২
খেলাধূলা	৪	খেলাধূলা	১
শিক্ষা	০০	শিক্ষা	০০

সার্বিক তথ্য বিশ্লেষণ করে আনন্দবাজার ও স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলাদেশ বিষয়ক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত আইটেমগুলোর ১টি তালিকা তৈরি করা হয়েছে যা উপরের সারণীতে পরিলক্ষিত হয় । দুটি পত্রিকাই রাজনৈতিক সংবাদ পরিবেশনাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। যে কারণে অগ্রাধিকার তালিকার এক নম্বরে রাজনৈতিক সংবাদের (সারণী-১২) অবস্থান উঠে

এসেছে। অবশ্য আইটেমের সংখ্যা ও স্থান বরাদ্দর ক্ষেত্রে দুটি পত্রিকার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। ভায়োলেন্স, হত্যা ও সন্ত্রাস বিষয়ক সংবাদ স্টেটসম্যান পত্রিকায় অগ্রাধিকার তালিকার ২ নম্বরে অবস্থান করছে । অন্যদিকে আনন্দবাজারে এর অবস্থান হচ্ছে অগ্রাধিকার তালিকার ৪ নম্বরে।

স্টেটসম্যানে দুর্নীতি, ও সাংস্কৃতিক খবর আইটেমের ভিত্তিতে একই জায়গায় অবস্থান করলেও কলাম ইঞ্চিতে এগুলোর অগ্রাধিকারে হেরফের হয়েছে । কলাম ইঞ্চিতে দুর্নীতি ৭ নম্বরে এবং সাংস্কৃতিক সংবাদ ৮ নম্বরে অবস্থান করছে । আবার অগ্রাধিকার তালিকার শেষের দিকেও ২টি পত্রিকার মধ্যে মিল রয়েছে আইটেমের ক্ষেত্রে । এ ক্ষেত্রে উভয় পত্রিকায় ১টি করে আইটেম স্থান পেয়েছে। আনন্দবাজারে তা হচ্ছে খেলাধূলা বিষয়ক; অন্যদিকে স্টেটসম্যানে তা হচ্ছে সংস্কৃতি বিষয়ক । অতএব অগ্রাধিকার তালিকায় তুলনামূলক বিশ্লেষণের ফলাফলে দেখা যায় যে, রাজনৈতিক সংবাদ, ভায়োলেন্স, হত্যা ও সন্ত্রাস বিষয়ক সংবাদ, দুর্যোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতি, খেলাধুলা ও দুর্ঘটনার সংবাদ স্টেটসম্যানে অগ্রাধিকার পায় । অন্যদিকে আনন্দবাজার পত্রিকায় রাজনৈতিক সংবাদের পাশাপাশি অগ্রাধিকার পেয়েছে ব্যবসা, বাণিজ্য ও অর্থনীতি সংক্রান্ত সংবাদ, সাংস্কৃতিক সংবাদ, ভায়োলেন্স, দুর্যোগ ও দুর্নীতির সংবাদ ।

সারণী-১৩

বাংলাদেশ সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর তুলনামূলক উপস্থাপন

দেশ→ মাস ↓	শুধু বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট		বাংলাদেশ-ভারত সংশ্লিষ্ট		বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়া সংশ্লিষ্ট	
পত্রিকার নাম→	আনন্দবাজার	স্টেটসম্যান	আনন্দবাজার	স্টেটস ম্যান	আনন্দ বাজার	স্টেটস ম্যান
অক্টোবর	১৭৫.৫০	১৯৪.৫০	৯৩.৫০	৭৭	১৭.৫০	১৮.৫০
নভেম্বর	৮৯	৯৬.৫০	৬০.৫০	৬১.৫০	২২	২
ডিসেম্বর	১৮৩.৫০	১৬৭.৫০	৩৯	৮৭	৪৭	০০
মোট ৩মাসে	৪৪৮	৪৫৮.৫০	১৯৩	২২৫.৫০	৮৬.৫০	২০.৫০

উপরের সারণীতে আনন্দবাজার ও দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকার বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট আধেয়ের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে । শুধু বাংলাদেশ বিষয়ক সংবাদ স্টেটসম্যান পত্রিকা অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে আনন্দবাজারের চেয়ে কিছুটা বেশি স্থান পেয়েছে । ডিসেম্বর মাসে আনন্দবাজার ১৬ কলাম ইঞ্চি বেশি সংবাদ ছেপেছে স্টেটসম্যানের চেয়ে । অবশ্য তিন মাসের মোট হিসেবে স্টেটসম্যান পত্রিকা এগিয়ে আছে ১০.৫০ কলাম ইঞ্চিতে (সারণী-১৩)। যৌথভাবে বাংলাদেশ ও ভারত বিষয়ক সংবাদ পরিবেশনে স্টেটসম্যান এগিয়ে আছে । স্টেটসম্যান যেখানে ২২৫.৫০ কলাম ইঞ্চি ছেপেছে সেখানে আনন্দবাজার ১৯৩ কলাম ইঞ্চি ছেপেছে । বাংলাদেশ, ভারত ও বাংলাদেশ যৌথ বিষয়ে স্টেটসম্যান এগিয়ে থাকলেও দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশ যৌথ বিষয়ক সংবাদ পরিবেশনে সামগ্রিকভাবে এগিয়ে আছে আনন্দবাজার পত্রিকা । সমীক্ষার ৩ মাসে আনন্দবাজার পত্রিকা ছেপেছে ৮৬.৫০ কলাম ইঞ্চি যা স্টেটসম্যানের চেয়ে ৬০ কলাম ইঞ্চি বেশি । অক্টোবর মাসের পরিবেশনে স্টেটসম্যান কিছুটা এগিয়ে থাকলেও নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে এর পরিবেশনা মারাত্মকভাবে নেমে যায় । দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকায় ভারত ও বাংলাদেশ যৌথ বিষয়ক এবং শুধু বাংলাদেশ বিষয়ক সংবাদ বেশি পরিবেশিত হয়েছে । অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সংবাদ যেখানে বাংলাদেশও সংশ্লিষ্ট যে সকল বিষয় প্রকাশনায় দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা এগিয়ে আছে ।

গবেষণার ফলাফল

১। বাংলাদেশ বিষয়ক সংবাদ ভারতীয় সংবাদ পত্রের প্রথম পাতায় খুব কম স্থান পায় । তুলনামূলকভাবে বাংলা পত্রিকার চেয়ে ইংরেজি পত্রিকা প্রথম পাতায় এ সংক্রান্ত সংবাদ বেশি ছাপে।

২। ভারতীয় সংবাদপত্র বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংবাদকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয়।

৩। সামগ্রিক বিবেচনায় ভারতীয় সংবাদপত্রে বাংলাদেশের কিছুটা ইতিবাচক উপস্থাপন পরিলক্ষিত হয়।

৪। দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে প্রণোদনামূলক লেখার মারাত্মক অভাব লক্ষ্য করা যায় ।

৫। বাংলাদেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি সংক্রান্ত বিষয়গুলো ভারতীয় সংবাদপত্রে তেমন কভারেজ পায় না।
৬। বিরোধপূর্ণ বিষয়ের উপর সংবাদপত্র সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করে।
৭। আইটেম সংখ্যা ও কলাম ইঞ্চি উভয় দিক থেকেই ইংরেজির চেয়ে বাংলা সংবাদপত্র বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি বেশি উপস্থাপন করে।
৮। শুধু বাংলাদেশ বিষয়ক সংবাদ ইংরেজি পত্রিকায় বেশি কভারেজ পায়।

উপসংহার

সাম্প্রতিক কালে গঙ্গা নদীর পানি বন্টন চুক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি সম্পাদন প্রমাণ করে যে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ অনতিক্রম্য নয়। একথা সত্য যে, রাজনৈতিক সদিচ্ছা ব্যতীত এসব সমস্যার সমাধান সম্ভব ছিল না। তবে প্রবল জনমত রাজনৈতিক অনীহাকে সদিচ্ছায় রূপান্তর করতে পারে । জনমত গঠনে সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।[১৩] এ ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের 'এজেন্ডা সেটিং' (Agenda setting function) ভূমিকার কথা উল্লেখ করা যায়।[১৪] গবেষণায় দেখা গেছে যে, সংবাদপত্র যদি একনাগাড়ে বিশেষ কিছু ইস্যু অনেকদিন ধরে গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করে তাহলে পাঠকও ইস্যুগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত সংবাদপত্রের এই 'এজেণ্ডা নির্ধারণী' ভূমিকা বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবান্বিত করে।

বর্তমান গবেষণায় দেখা গেছে যে, ভারতীয় পত্রিকায় বাংলাদেশ সংক্রান্ত বিষয়াবলির কভারেজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'event-oriented', বিষয়টি নতুন নয়। John Galtung এবং Mari Holmboe Ruge ১৯৬৫ সালে তাঁদের গবেষণায় দেখিয়েছেন কিভাবে বিভিন্ন দেশের পত্র পত্রিকায় বিদেশের ঘটনাবলির কভারেজের ক্ষেত্র 'events' 'সংবাদে' পরিণত হয়।[১৫] সংবাদ উপস্থাপনায় পত্র-পত্রিকা এসব ক্ষেত্রে বিরোধপূর্ণ বিষয়াবলির ওপর গুরুত্ব বেশি দিয়েছে । সংবাদ নির্ধারণ ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কোন

---

১৩. *Ibid*, PP. 327-351 and 443-445.

১৪. *Op. cit.*

১৫. John Galtung & M.H. Ruge, 'The Structure of foreign news' in *Journal of International Peace Research*, 7, 1965.

বিষয়ের সংবাদ মূল্য যাচাইয়ের পশ্চিমা বিশ্বের সনাতন মাপকাঠি এ জন্য অনেকটা দায়ী।[১৬]

সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন সময়ে তৃতীয় বিশ্বের নানা সমস্যায় বিজড়িত দেশগুলোতে গণমাধ্যমের 'Promotional' ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । কিন্তু ভারতীয় পত্রিকায় প্রণোদনামূলক লেখার যথেষ্ট অভাব লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে দুদেশের ভৌগোলিক নৈকট্য, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মিলের দিকটি বিবেচনা করলে ভারতীয় পত্রিকায় উল্লেখিত বিষয় অনেক বেশি থাকা সংগত ছিল। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বর্তমানে বিরাজমান সমস্যাগুলো নিয়ে পত্রিকায় সংবাদ বা অন্য কোন ধরণের লেখা ছাপানো হয়নি। সহযোগিতার সম্ভাব্য দিকও অনুল্লেখিত রয়ে গেছে । বাছাইকৃত পত্রিকা দুটিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও ব্যক্তিক সফলতার সংবাদ সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সংবাদ আসে নি। ইংরেজি আজ ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান ভাষা এবং বহু ভাষাভাষী জনগণের দেশ ভারতে ইংরেজি পত্রিকা একটি 'Unifying' ভূমিকা পালন করতে পারে।[১৭] পাশাপাশি বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যের মানুষের ভাষা বাংলা । ভৌগোলিক নৈকট্য, এক ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মিলের কারণে এ দুই অঞ্চলের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগাযোগের মাত্রাটি বেশি। এ দিক থেকে বাংলা সংবাদপত্র ভারত বিশেষ করে পশ্চিম বঙ্গ ও বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে একটি দৃঢ় যোগসূত্র স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে দুটি দেশের জনগণের মানসলোক অবিশ্বাসের ধূম্রজালে বিরাজ করছে। এর অবসান হওয়া বাঞ্ছনীয়। অবিশ্বাস দূর করে সহমর্মিতার মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে। আর সেটা করা সম্ভব অবাধ তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে। এপ্রিল ১৯৯৮-এ ঢাকাতে অনুষ্ঠিত সার্ক তথ্য মন্ত্রীদের সম্মেলনে গৃহীত SAARC : 'Plan of action' এর পূর্ণ বাস্তবায়নের আবহ এখন পর্যন্ত এ অঞ্চলে তৈরি হয়নি । এ আবহ তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে হবে সংবাদপত্রকে ।

---

১৬. Michael Kunczik, *Concepts of Journalism North and South*, Friedrich-Ebert-Stiftung Bonn (FES), PP. 148-152, 1988.

১৭. Victor Gune Wardena, *Op.cit.*